ভোরের কাগজ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... কলাম ......

MAR 19 2002

সংসদে মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নির্ধারণে রেটিং পদ্ধতি চালুর সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চশিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও গবেষণা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ন্যূনতম শিক্ষাদান কর্মসূচিই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে না। কমিশনের ২০০০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। জাতীয় সংসদের গতকালের বৈঠকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্বের কারণ প্রসঙ্গে মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করেছে।

জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রেটিং পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করেছে। কমিশন বলেছে, দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা ও উচ্চশিক্ষার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষাদানের সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়নি। এজন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন খাতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক চাহিদা রয়েছে, সরকারের দেওয়া উচ্চশিক্ষা খাতে স্বল্প বরাদ্দ দিয়ে কমিশন তা মোকাবিলা করতে পারছে না। দেশের জাতীয় বাজেটের সঙ্গে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী বিগত ১০ বছরে উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন বরাদ্দ আনুপাতিক হারে বাড়ছে না; বরং তা কমে আসছে। এক্ষেত্রে কমিশন আর্থিক মঞ্জুরিসহ উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলেছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমে উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিশন বলেছে, ক্যাম্পাসহীন ও প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোহীন বেশ কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। বিশেষত খণ্ডকালীন শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করায় প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।